

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

২২ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.

নেভাল একাডেমির রাষ্ট্রপতি কুজকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে  
চসিক মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী সৌজন্য সাক্ষাৎ

**সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় যা হয়নি, চট্টলদরদী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামে তা করে দেখিয়েছেন চট্টগ্রামকে স্মার্ট সিটিতে  
রূপান্তরিত করতে প্রধানমন্ত্রীর অব্যাহত সহযোগিতা কামনা করেন চসিক মেয়র**

চট্টগ্রামের নেভাল একাডেমিতে আজ বৃহস্পতিবার সকালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর মিড-শিপম্যান ২০২০ এবং ডিরেক্ট এন্ট্রি অফিসার (ব্র্যাভো) ২০২২ ব্যাচের কমিশন উপলক্ষে শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান পরিদর্শন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর প্রতিমন্ত্রী মর্যাদাপ্রাপ্ত মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। এসময় মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় তিনি চট্টগ্রাম মহানগরের যানজট নিরসন ও যাতায়াত সুবিধা বাড়াতে রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য প্রায় ২৫০০ কোটি টাকার বড় প্রকল্প অনুমোদন ও প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে চট্টগ্রামবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ সংক্ষিপ্ত আলোচনা চট্টগ্রামকে স্মার্ট সিটিতে রূপান্তরিত করতে পরিকল্পনা গ্রহণ ও কাজ করে যেতে প্রধানমন্ত্রীর অব্যাহত সহযোগিতা কামনা করেন চসিক মেয়র। এ প্রসংগে মেয়র বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামের প্রশ্নে অত্যন্ত আবেগময়ী ওঠেন। চট্টগ্রামের সাথে তাঁর শৈশব থেকেই নিবিড় সম্পর্ক ও স্মৃতিকাতরতার কথা তিনি বরাবরই বলে থাকেন। চট্টগ্রামের মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর গভীর আস্থা ও তাঁর নিজের প্রতি চট্টগ্রামের মানুষের ভালবাসা, রাজনৈতিক সহযোগিতা ও জীবন উৎসর্গের বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীকে আলোড়িত করে তোলে। তাই চট্টগ্রামের উন্নয়নের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে বিগত ১০/১২ বছরে চট্টগ্রামবাসীকে অনেকগুলো বৃহৎ প্রকল্প উপহার দিয়েছেন, চট্টগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম আধুনিক ও স্মার্ট মহানগর ও জেলার দিকে। সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় যা করা সম্ভব হয়নি, চট্টলদরদী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামে তা করে দেখিয়েছেন। কর্ণফুলি নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ করে দেখিয়েছে। যা চট্টগ্রামকে সাংহাই এর আদলে ওয়ান সিটি টু টাউন হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে গেছে অনেকটা দূর। মীরেশ্বরাই ও আনোয়ারায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা, পর্যটন শহর কক্সবাজার ও বান্দরবানের যোগাযোগ ব্যবস্থার বহুমুখীকরণে সড়কের পাশাপাশি, রেলপথ সম্প্রসারণ, কক্সবাজার বিমান বন্দরকে সর্বাধুনিক সুবিধার আওতায় এনে আন্তর্জাতিকীকরণ, গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিকে দ্রুত উন্নয়নের আওতায় আনার ফলে বৃহত্তর চট্টগ্রাম পুরোটাই হয়ে ওঠছে শহর।

চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত

**নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে বার আউলিয়া হোটেল**

**মালিককে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা**

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ বৃহস্পতিবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী নগরীর আতুরার ডিপোস্থ বার আউলিয়া হোটেলের নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরী ও বিক্রির অপরাধে হোটেল মালিককে ১৫ হাজার ও শাহ আমানত সেতু সংযোগ সড়কে শাহ আমানত ওয়ার্কশপের মালামাল অবৈধভাবে রাস্তার উপর রেখে জনসাধারণের চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে মালিককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রো পলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করেন।

**স্বাক্ষরিত/-**

(কালাম চৌধুরী)

জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩